

## মিডিয়া বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশের প্রথম অফশোর বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের অনুমোদন দিয়েছে সরকার



ফটো ক্যাপশন: ১.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অফশোর বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য সামিট ও ডেনমার্কের সিওপি, সিআইপি কনসোর্টিয়ামে কাজ করবে। ফটো ক্রেডিটঃ NiseriN

(ঢাকা) ৫ই নভেম্বর, ২০২৩, রবিবার: ডেনমার্কের ১.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমূল্যের সবুজ বিনিয়োগ (গ্রিন ইনভেস্টমেন্ট) প্রস্তাব-বাংলাদেশের প্রথম ৫০০ মেগাওয়াটের ইউটিলিটি স্কেলের বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই ও প্রথম ধাপের উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত এলাকা তিন বছরের জন্য অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। এর আগে ২০২৩ এর জুলাইয়ে ডেনমার্কের কোপেনহেগেন ইনফ্রাস্ট্রাকচার পার্টনারস (সিআইপি) ও কোপেনহেগেন অফশোর পার্টনারস (সিওপি) এবং বাংলাদেশের সামিট গ্রুপ সহযোগে উক্ত বিনিয়োগ (এফডিআই) প্রস্তাবনা দাখিল করে।

প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কক্সবাজার জেলায় সমুদ্রতীর দূরবর্তী স্থানে (অফশোর) স্থাপিত হবে। প্রকল্পটি চালু হলে, ৫০০ মেগাওয়াটের (ইনস্টলড) উৎপাদিত বায়ুবিদ্যুৎ অনশোর সাবস্টেশনের মাধ্যমে জাতীয় গ্রিডে অতঃপর সরাসরি বাসা-বাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে।

এই অফশোর বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্পটি বাংলাদেশের উপকূলবর্তী সম্পদ ও 'নীল অর্থনীতি' সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারের জন্য এক অনন্য সুযোগ। বিনিয়োগ প্রস্তাবটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দেওয়া হয়েছে যখন বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই ক্লিন এনার্জি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তবে জাতীয়ভাবে আমদানিকৃত জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরশীলতার সঙ্গে এই মুহূর্তে বৈশ্বিক মূদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি মিলে

বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। এ জন্য বাংলাদেশে দ্রুত ইউটিলিটি স্কেলের নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎপ্রকল্প গড়ে তোলা প্রয়োজন। একই সঙ্গে জলবায়ুসহিষ্ণু প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়তে হবে যা দেশের চলমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সহযোগিতা করবে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দেশে অতিদারিদ্র্য দূর করতে সহায়ক হবে। ইনস্টিটিউট ফর এনার্জি ইকোনোমিকস অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালাইসিসের (আইইইএফএ) গবেষণালব্ধ অনুমান বলছে, দেশের এই সবুজ রূপান্তরের জন্য

বার্ষিক ১.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন। সামিট, সিআইপি ও সিওপি'র শত কোটি ডলারের প্রকল্প প্রস্তাবটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিনিয়োগ খাতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে, যা জলবায়ু সমৃদ্ধিশীল ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে টেকসই ভূমিকা রাখবে।

বাস্তবায়িত হলে এটিই হবে বাংলাদেশে, সম্ভবত দক্ষিণ এশিয়াতেও, প্রথম অফশোর উইন্ড এনার্জি প্রকল্প যা প্রযুক্তি সক্ষমতা তৈরীর মাধ্যমে নতুন শিল্পখাতের উন্মোচন করবে। প্রাথমিক নিরীক্ষা অনুযায়ী, প্রকল্পটির নির্মাণকাজের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হাজারো চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ ছাড়া প্রকল্পটির প্রথম ৩০ বছরের পরিচালনাকালে উচ্চতর দক্ষ পদে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে।

কোপেনহেগেন ইনফ্রাস্ট্রাকচার পার্টনারস সম্পর্কে: ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত কোপেনহেগেন ইনফ্রাস্ট্রাকচার পার্টনারস বর্তমানে গ্রিনফিল্ড নবায়নযোগ্য শক্তিখাতে বিশ্বের বৃহত্তম তহবিল ব্যবস্থাপক এবং অফশোর উইন্ড খাতের নেতৃস্থানীয় প্রতিষ্ঠান। সিআইপির ব্যবস্থাপনাধীন তহবিলগুলো মূলত অফশোর এবং অনশোর উইন্ড, সৌরবিদ্যুৎ, বায়োমাস ও বর্জ্য-থেকে-শক্তি উৎপাদন, উন্নত বায়োশক্তি ও নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎখাতকেন্দ্রিক। বর্তমানে সিআইপি ১০টি তহবিল পরিচালনা করছে এবং এখন পর্যন্ত জ্বালানি ও এই সংক্রান্ত অবকাঠামোতে ১৯ বিলিয়ন ইউরো বিনিয়োগ করেছে। উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং ওশেনিয়া মহাদেশজুড়ে সিআইপির ১১টি অফিসে প্রায় ৪০০ জন কর্মী নিয়োজিত আছেন। বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুনঃ [www.cip.com](http://www.cip.com)

কোপেনহেগেন অফশোর পার্টনারস সম্পর্কে: অফশোর উইন্ড প্রকল্পের উৎপত্তি, নির্মাণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব দিচ্ছে কোপেনহেগেন অফশোর পার্টনারস (সিওপি)। সিওপি ৫০ গিগাওয়াটের বেশি একাধিক প্রকল্প উন্নয়নের মাধ্যমে শক্তির রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে, যার এক তৃতীয়াংশ হলো ভাসমান অফশোর বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্প। এই খাতের অগ্রগামী হিসেবে, প্রতিষ্ঠানটি নিউ মার্কেটসে প্রকল্প বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দিচ্ছে এর মধ্যে চারটি প্রকল্প বর্তমানে নির্মাণাধীন। সেগুলো হলো-- তাইওয়ানের চ্যাংফ্যাং জিদাও, জং নে, যুক্তরাষ্ট্রে ভিনিয়ার্ড উইন্ড এবং কোরিয়ায় জেওনাম-১। প্রতিষ্ঠানটি নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎসহ সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন ক্ষমতা-সংক্রান্ত বিষয়েও পারদর্শী। সিওপির দক্ষ দল ইউরোপ, এশিয়া প্যাসিফিক ও আমেরিকায় ১৭টি অফিসের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতিতে কাজ করেছে। বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুনঃ [www.cop.dk](http://www.cop.dk)

সামিট গ্রুপ সম্পর্কে: সামিট গ্রুপ বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ স্বতন্ত্র বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান (আইপিপি), যা দেশের বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতের মোট ইনস্টলড ক্যাপাসিটির ১৭% ও দেশের মোট ইনস্টলড ক্যাপাসিটির ১০% সরবরাহ করে। সামিট ১৮টি পাওয়ার প্ল্যান্ট (চলমান ও নির্মাণাধীন) এবং বাংলাদেশের দ্বিতীয় ফ্লোটিং স্টোরেজ অ্যান্ড রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট (এফএসআরইউ)-এর মালিকানা ও পরিচালনার দায়িত্বে আছে, যা দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট এলএনজি পুনরায় তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসে রূপান্তরিত করতে সক্ষম। সামিটের অংশীদারদের মধ্যে আছে জেরা, মিতসুবিশি করপোরেশন, তাইও ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি অব জাপান এবং যুক্তরাষ্ট্রের জিই। বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুনঃ [www.summitpowerinternational.com](http://www.summitpowerinternational.com)

আরও জানতে:

মোহসেনা হাসান | ইমেইল- [mohsena.hassan@summit-centre.com](mailto:mohsena.hassan@summit-centre.com) | মুঠোফোন: +88 0171 308 1905